তারিখ 04 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

দৈনিক
আমাদের সময়

বিত্তবানদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

কোনো শিশুই যেন না খেয়ে কষ্ট না পায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দেশের সব শিশুর জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ ও সমানাধিকার নিশ্চিতে সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, কোনো শিশুই যেন না খেয়ে কষ্ট না পায় এবং শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে সমাজের বিত্তবানদেরও এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরও বলেন, আপনাদের আশপাশে যারা দরিদ্র শিশু; সেই শিশুটি কেমন আছে, সে লেখাপড়া করতে পারছে কিনা, পোশাক আছে কিনা বা পেট ভরে খেতে পারছে কিনা, যারা বিত্তবান তারা দয়া করে এই শিশুদের দিকে নজর দেবেন, সেটাই আমি আহ্বান জানাব।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি অডিটোরিয়ামে এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

গতকাল শিশু একাডেমী মিলনায়তনে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শিশু একাডেমীর পক্ষ থেকে একটি চিত্রকর্ম উপহার দেওয়া হয় ● আমাদের সময়

কোনো শিশুই যেন না খেয়ে কষ্ট না পায়

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) গতকাল সোমবার সকালে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি। বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, ইউনিসেফের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাডওয়ার্ড বেইগবেডার এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাসিমা বেগম। কোমলমতি শিশুদের পক্ষে শিশু বিকাশ কেন্দ্র গাজীপুর এবং আজিমপুরের দুই শিক্ষার্থী ফারজানা আক্তার মীম ও মুজিবুর রহমান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করে।

শেখ হাসিনা বলেন, বেড়ে ওঠার পথে শিশুদের যেন বৈষম্যের শিকার হতে না হয়, সমাজকে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, আমরা চাই, আমাদের দেশে ধনী, দরিদ্র, প্রতিবন্ধী যে শিশুই হোক, সকলের যেন সমান অধিকার থাকে। কোনো বৈষম্য যেন না থাকে।

তিনি বলেন, কেউ দরিদ্র হয়ে জন্মায় না। ভাগ্যচক্রে কারও দরিদ্র পরিবারে জন্ম হলে তাকে দারিদ্র্য মোকাবিলা করতে হয়, ধনীর ঘরে জন্মালে তা হয় না। কাজেই এই ব্যবধান যেন শিশুদের মধ্যে কোনোমতে না দেখা দেয়। প্রতিটি শিশু তার অধিকার যেন নিশ্চিতভাবে পায় সেটা সকলে দেখবেন, এটা আমি আশা করি।

শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ, তাদের আমাদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। পারিবারিক, সাংস্কৃতিক বা সামাজিক– প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের যে মেধা তা বিকাশের যেন সুযোগ থাকে, সেই সুযোগ আমাদের সৃষ্টি করতে হবে।

শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় বঙ্গবন্ধুর সরকারের নেওয়া নানা পদক্ষেপের কথা স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। একইসঙ্গে বর্তমান সরকারের নেওয়া বিভিন্ন কর্মসূচির কথাও তুলে ধরেন তিনি। শেখ হাসিনা বলেন, শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হচ্ছে। ঝরেপড়া রোধে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। চালু করা হয়েছে মিড ডে মিল।

ধীরে ধীরে সব বই ই-বুক করে দেওয়া হবে জানিয়ে তিনি বলেন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম করে দেওয়া হচ্ছে। পাহাড়ি ও দুর্গম এলাকায় আবাসিক স্কুল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা, সংস্কৃতিচর্চা বাড়াতেও সরকার নানা পদক্ষেপ নিয়েছে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম করে দেওয়া হচ্ছে। স্কুল থেকে নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ করে দিতে প্রতিটি স্কুলে স্টুডেন্ট কাউন্সিল গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, একটু সুযোগ সৃষ্টি করলে আমাদের ছেলেমেয়েরা অনেক ভালো কিছু করতে পারে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ শিশু একাডেমির প্রশিক্ষণার্থী শিশুদের পরিবেশনায় 'সব বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যাও বাংলাদেশ' শীর্ষক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী শিশু একাডেমিতে শিশুদের জন্য একটি ডিজিটাল লাইব্রেরি উদ্বোধন করেন।

নানু তোমার পাসওয়ার্ডটা দাও তো

নানু তোমার পাসওয়ার্ডটা দাও তো– এভাবেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার সাড়ে তিন বছরের নাতনি কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড জানতে চায়। শেখ হাসিনা বলেন, এর চেয়ে একটু বড় নাতনি ছোট বোনকে কি-বোর্ডের বোতামে চাপাচাপি করার পরামর্শ দিয়ে বলে, কি-বোর্ড চাপাচাপি করতে-করতে সব পেয়ে যাবে।

তিনি বলেন, বর্তমান প্রজন্মের শিশুদের প্রশিক্ষণ দিয়ে শেখাতে হয় না। ওরা অনেক প্রতিভাবান, দেখে দেখে অনেক কিছু শিখে যায়। তাই প্রতিভাবান এ শিশুদের সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে।